RAJESH BHEDA CONSULTING
www.rajeshbheda.com

করোনার মহামারী: গার্মেন্ট শিল্প এই সংকটের সময় কী করতে পারে?

ড. রাজেশ ভেদা

কোরোনাভাইরাস একটি আন্তর্জাতিক বিপর্যয়। আধুনিক ইতিহাসে সম্ভবত মানব সভ্যতা এতো বড় আকস্মিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়নি| এই ভাইরাসের বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া মানুষকে নির্মমভাবে বিস্মিত করেছে| নিঃসন্দেহে এই ভাইরাসের বিপর্যয়কর প্রভাব বিশ্বব্যাপী।

বিভিন্ন দেশে এই সংক্রমণ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে । সিঙ্গাপুরের মতন কয়েকটি ব্যতিক্রম দেশ ছাড়া, অন্যান্য দেশগুলি এই সংক্রমণ থেকে রেহাই পাবে না ।

এই মানবিক সঙ্কটের অর্থনৈতিক প্রভাব অনুধাবন করা খুবই দুষ্কর। এই বিশ্বব্যাপী বিপুল অর্থনৈতিক সঙ্কটে যারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, গার্মেন্ট শিল্প তাদের মধ্যে অন্যতম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ, যা বিশ্বব্যাপী ফ্যাশন ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতাদের প্রধান গ্রাহক বাজার , সেখানে বিশ্ব বিখ্যাত বড় বড় ফ্যাশন সংস্থাগুলিকে বিক্রয় বন্ধ করতে হয়েছে । অনেক সংস্থান আগে থেকে তৈরী করা গার্মেন্টের ডেলিভারিও স্থগিত রেখেছে যা বেশীর ভাগ এশিয়ার বিভিন্ন বন্দরে এবং ফ্যাক্টরিতে অপেক্ষারত |

কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে এটি লক্ষ লক্ষ গার্মেন্টের শ্রমিকদের এবং স্বল্প লাভ করা ব্যবস্যাগুলির উপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলবে। বিজিএমইএর অনুমান অনুসারে, ৮ এপ্রিল অবধি ৩.০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের চালান ইতোমধ্যে বাতিল বা স্থগিত করা হয়েছে, যার মধ্যে ১১১৯ কারখানা এবং ২.২১ মিলিয়ন শ্রমিক জড়িত। ভারতের তিরুপুরে কারখানাগুলি ২২ শে মার্চ থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের পুরো বেতন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। জাতীয় লকডাউন হওয়ার কারণে অন্যান্য ভারতীয় কারখানাগুলিকে ২৫ শে মার্চ থেকে বন্ধ করা হয়েছে। মিয়ানমারেও ইতিমধ্যে কিছু শিল্পকারখানা বন্ধ হয়েছেএবং অন্যান্য পোশাক উৎপাদনকারী দেশগুলির চিত্রও খুব একটা ব্যতিক্রম নয়।

একথা সত্য যে আমরা সকলে একসাথে এই সমস্যায় রয়েছি এবং প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি বা হব। এর মধ্যে ব্র্যান্ড, খুচরা বিক্রেতা, আমদানিকারক, সোর্সিং সংস্থা, পোশাক উৎপাদক, সাবকন্ট্রাক্টর এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে শ্রমিকরা জড়িত। তবে, আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে দুর্যোগের সাথে লড়াই করার ক্ষমতা সবার একরকম নয়। আমরা যদি একসাথে কাজ করতে পারি এবং একে অপরকে সাহায্য করতে পারি তবে এই মহামারীটির তীব্রতা হ্রাস করা যেতে পারে। যেমনটি বলা হয় যে - ভাগ করে নিলে দুঃখ কমে আর আনন্দ বাড়ে।

ভারতের বস্ত্রশিল্প মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি বিশ্বব্যাপী পোশাক ক্রেতাদের শিপমেন্ট বাতিল না করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আসুন, বিশ্বকে দেখাই যে আমরা সহানুভূতি নিয়ে বাণিজ্য করতে পারি।

বিজিএমইএর সভাপতি ড. রুবানা হক ও ক্রেতাদের কাছে এই দুর্যোগের সময়ে বাংলাদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিত্যাগ না করার জন্য আন্তরিক আবেদন করেছেন।

এখন নিজের অন্তরের ডাকে সাড়া দেওয়ার এবং সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করার সময়। এই আবেদনগুলি সারা পৃথিবীতে মিডিয়াকে আকর্ষিত করেছে এবং সম্ভবত এতে ফল পাওয়া গেছে| সংবাদ প্রতিবেদন অনুসারে, ৩১ শে মার্চের মধ্যে, এইচএন্ডএম, ইন্ডিটেক্স, এমএন্ডএস, কিআবি , পিভিএইচ এবং টার্গেট সহ ছয়টি বিক্রেতারা নিশ্চিত করেছেন যে তারা ইতিমধ্যে উত্পাদিত এবং উত্পাদনের অধীনে যা অর্ডার আছে তা ক্রয় করবেন ।

আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে আবেদনগুলি যেহেতু কিছু ফলাফল দেখানো শুরু করেছে এবং অন্য ক্রেতাদের উপরেও চাপ সৃষ্টি করছে,, আমি আলোকপাত করতে চাই ইন্ডাট্রি কিভাবে স্বাস্থ্য বিষয়ক উদ্বেগের সমাধান এবং শ্রমিকদের সহযোগিতা করতে পারে।

মানবিক দিক থেকে, আমাদের পোশাক শিল্প নিম্নোক্ত উদ্যোগগুলো নিয়েছেঃ

- এইচএন্ডএম, সিএন্ডএ, গ্যাপ এবং অন্যান্য বিক্রেতারা নিজেদের সাপ্লাই চেইনের মাধ্যমে পি.পি.ই যোগান দিচ্ছে
- শ্রীলঙ্কায় ব্র্যান্ডিক্স এবং ভারতে আইকিআ স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে সহায়তা করার জন্য তাদের নিজস্ব জায়গাকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন।
- রিলায়েন্স একটি করোনভাইরাস হাসপাতাল স্থাপন করেছে
- অনিতা ডোঙগ্রের মতো শীর্ষস্থানীয় ডিজাইনাররা কারিগর এবং ছোট বিক্রেতাদের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। আরমানি, ভার্সাচে এবং আরও অনেক আন্তর্জাতিক ডিজাইনাররা ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তার জন্য তহবিলে অনুদান দিচ্ছেন
- এবং আরও অনেক লক্ষণীয় উদ্যোগ রয়েছে

এই সমস্ত চেষ্টার প্রশংসা করা দরকার এবং যেহেতু এটি একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ তাই বিশ্বব্যাপী আরও হাজারো উদ্যোগের প্রয়োজন।

এখানে আমার কিছু চিন্তাভাবনা রয়েছে যা পোশাক উৎপাদন শিল্পের সদস্যরা বিবেচনা করতে পারেন। এগুলি পোশাক প্রস্তুতকারীদের জন্য আলাদাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যারা এখনও তাদের দেশের ঝুঁকি উপলব্ধি করে / সরকারি নির্দেশের উপর নির্ভর করে কারখানাগুলি পরিচালনা করছেন এবং যারা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে কারখানাগুলি বন্ধ করে দিয়েছেন।

RAJESH BHEDA CONSULTING
www.rajeshbheda.com

যে কারখানাগুলি এখনও কাজ করছে তারা কী করতে পারে?

- কর্মীদের জন্য সামাজিক দূরত্ব সম্পর্কিত পরামর্শ অনুসরণ করুন (এই ক্ষেত্রে শারীরিক দূরত্ব বলা যেতে পারে)।
- **ফ্যাক্টরির বিভিন্ন যোগাযোগের পন্থা দিয়ে কর্মীদের** কাজ করার সময় এবং ফ্যাক্টরি, বাসা বা পাড়ায় যাতায়াতের সময় সতর্কতা অবলম্বন সম্পর্কে **সচেতন করুন**। এটি কেবল আপনার শ্রমিকদেরই নয়, পুরো সম্প্রদায়কেও সহায়তা করবে। এর জন্য "ডেইলি স্টার" এ প্রকাশিত সমীতা সিরাজের একটি নিবন্ধন - " অ্যান ইনিশিয়াল গাইড ফর ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার" কারখানা শ্রমিকদের জন্য একটি প্রাথমিক নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- **আপনি মাস্ক এবং প্রতিরক্ষামূলক পোশাক উৎপাদন করতে পারেন।** এগুলি অনেক ক্রেতারাই খুঁজছেন। ডাব্লুএইচও এর স্পেসিফিকেশন ব্যবহার করা যেতে পারে। হাসপাতালের গাউনগুলির জন্য এএএমআইয়ের নির্দেশিকা কার্যকর হতে পারে বা আপনার জাতীয় স্ট্যান্ডার্ডগুলির সন্ধান করতে পারেন। করোনা মাহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই এর সম্মুখীন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারীদের রক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি দুর্দান্ত অবদান হবে।
- **কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য সময়টি ব্যবহার করুন:** আপনি যদি সামগ্রীর ঘাটতির কারণে সবগুলি লাইন পুরো সময় চালাতে সক্ষম না হন তবে অনুগ্রহ করে বিভিন্ন বিষয়ে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এই উপযুক্ত সময়টি ব্যবহার করুন যা করার সময় আপনি আগে পাননি।
- **কার্যত লকডাউনের জন্য কর্মীদের প্রস্তুত করুন।** শ্রমিকরা কীভাবে লক ডাউন / ভ্রমণ বিধিনিষেধের সময় জীবনযাপন করতে পারে সে সম্পর্কে আপনার প্রশিক্ষক / পরিচালকরা তাদের গাইড করতে পারলে তারা প্রচুর উপকার পাবেন। বাড়ি যাওয়ার জন্য একসাথে প্রচুর সংখ্যক লোকের ভ্রমণ করা খুব বিপদজনক হতে পারে|
- আপনার কর্মীদের জন্য একটি হেল্পলাইন তৈরি করুন। তাদের যদি কোনও সহায়তার প্রয়োজন হয়, তাহলে যাতে তারা যে কোনও সময় সহায়তা পেতে পারে। বেশ কয়েকটি সংস্থা তা করেছে। উদাহরণস্বরূপ: শ্রীলঙ্কার এম.এ.এস।

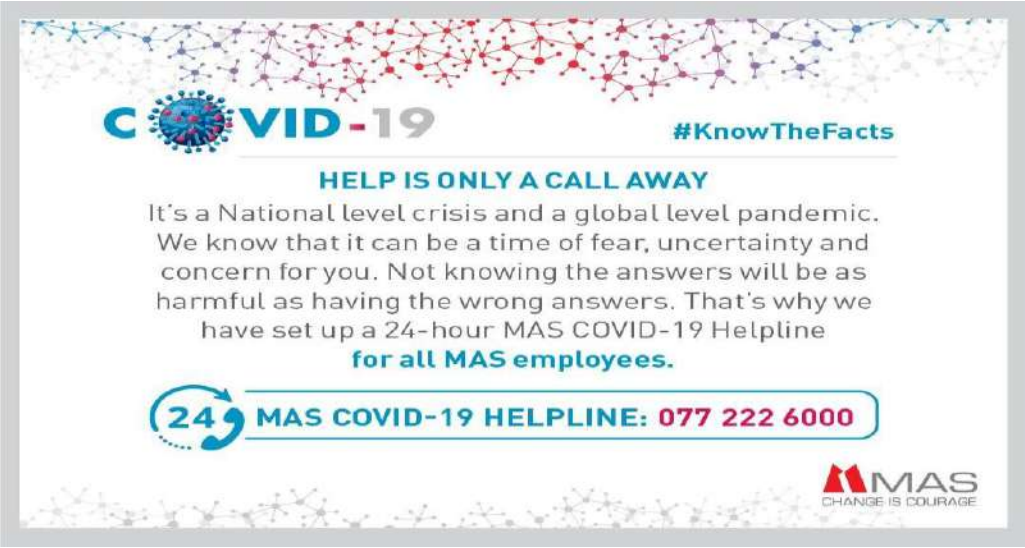
COVID-19
#KnowTheFacts
HELP IS ONLY A CALL AWAY
It's a National level crisis and a global level pandemic. We know that it can be a time of fear, uncertainty and concern for you. Not knowing the answers will be as harmful as having the wrong answers. That's why we have set up a 24-hour MAS COVID-19 Helpline for all MAS employees.
24 MAS COVID-19 HELPLINE: 077 222 6000
MAS
CHANGE IS COURAGE

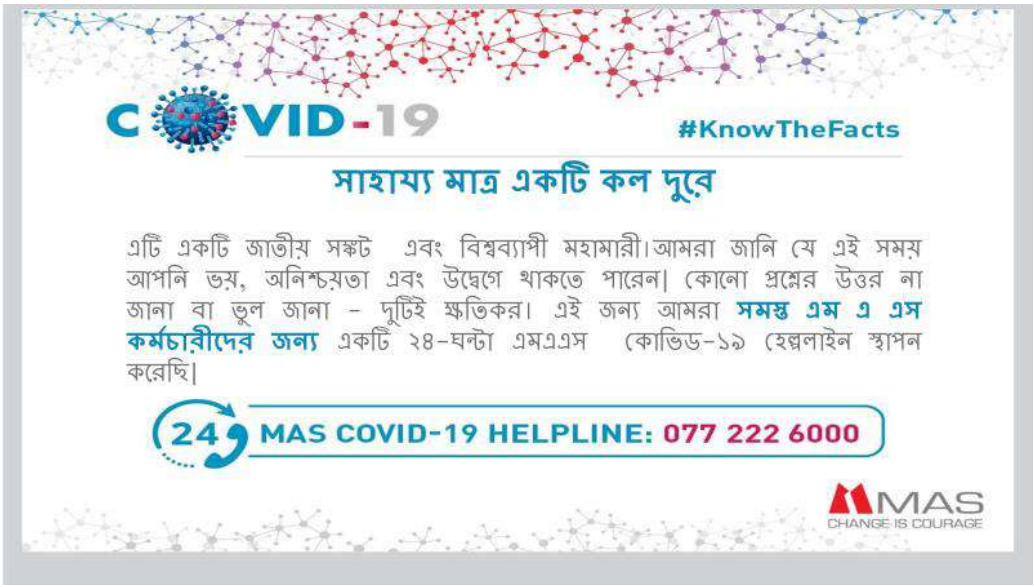
COVID-19
#KnowTheFacts
সাহায্য মাত্র একটি কল দুরে
এটি একটি জাতীয় সঙ্কট এবং বিশ্বব্যাপী মহামারী।আমরা জানি যে এই সময় আপনি ভয়, অনিশ্চয়তা এবং উদ্বেগে থাকতে পারেন। কোনো প্রশ্নের উত্তর না জানা বা ভুল জানা - দুটিই ক্ষতিকর। এই জন্য আমরা সমস্ত এম এ এস কর্মচারীদের জন্য একটি ২৪-ঘন্টা এমএএস কোভিড-১৯ হেল্পলাইন স্থাপন করেছি।
24 MAS COVID-19 HELPLINE: 077 222 6000
MAS
CHANGE IS COURAGE

বর্তমানে বন্ধ থাকা কারখানাগুলি কী করতে পারে?

- **হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরী করুন,** যদি আগে থেকেই তৈরী না করা থাকে । স্থানীয় ভাষায় আপনার কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সঠিক পরামর্শ প্রচারের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রূপের ব্যবহার করতে পারেন| মনে রাখবেন চারদিকে প্রচুর গুজব / কল্পকাহিনী চলছে। ভরসাযোগ্য ব্যক্তিদের সাথে ছোট ছোট গ্রূপ তৈরী করে সমন্বয় করুন যাতে পরিচালনা করতে সহজ হয় |
- **সরকারের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসরণ করতে তাদের অনুপ্রাণিত করুন।** অনেকেই আবেগপ্রবণভাবে কাজ করতে পারে এবং নিজের ও অন্যের জীবনকে বিপদে ফেলতে পারে।
- **মানসিক সহযোগিতা প্রদান করুন :** আপনার কর্মীরা খুবই কষ্টের মধ্যে থাকবেন এবং তারা হয়তো মানসিক ভাবে এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার অবস্থায় নাও থাকতে পারে। তাদের মানসিক ভাবে সাহায্য করুন যাতে তারা নিজেদের পরিচালনা করতে পারেন । এর জন্য আপনার এইচ আর টীম সাহায্য করতে পারে বা বাইরে থেকেও সাহায্য নিতে পারেন।
- **হেল্প লাইনগুলি সক্রিয় করুন** যাতে অসুবিধায় থাকা আপনার লোকেরা পরামর্শ পেতে পারে। মনোবল বৃদ্ধির জন্য ইতিবাচকতার উদাহরণ দিন এবং গল্প শেয়ার করুন।
- **কিভাবে আর্থিক আর্থিক চাপ সামলাতে হবে সে সম্পর্কে গাইড করুন :** এই সময় মারাত্মক আর্থিক চাপ দেখা দেবে। এই ক্ষেত্রে কি করণীয় এবং কি করণীয় নয় সম্পর্কিত

টিপস দিন যাতে আপনার কর্মীরা যতটা সম্ভব আর্থিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে নিজেদের পরিচালনা করতে পারে

- **স্বল্পকালীন দুরশিক্ষন পদ্ধতিতে সেশন শুরু করুন -** আচরণগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জুম / গুগল হ্যাঙ্গআউট, স্কাইপ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ট্রেনিং করা যেতে পারে । আমরা প্রায়শই প্রশিক্ষণের জন্য এই অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহার করি।

আশা করি এর মধ্যে কিছু চিন্তা আপনার কাজে আসবে। শিল্পটি কীভাবে আরও অবদান রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন সে সম্পর্কে আপনার চিন্তাভাবনা শুনতে পারলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো

একটি বিষয় নিশ্চিত, আমরা দৃঢ়সংকল্পের সাথে একসাথে হাত মেলালে এই সঙ্কটের মুহূর্তে আমরা প্রচুর দুর্ভোগ হ্রাস করতে পারি এবং কয়েকটি মুখের হাসি ফোটাতে পারি। আসুন আমরা আমাদের সাপ্লাই চেইনের সবচেয়ে অসুরক্ষিত এবং সবচেয়ে মূল্যবান খেলোয়াড়, পোশাক শ্রমিকদের সমর্থন করার জন্য একসাথে কাজ করি!

লেখক সম্পর্কে:

ডঃ রাজেশ ভেদা, ম্যানেজিং ডিরেক্টর , রাজেশ ভেদা কনসাল্টিং, পোশাক শিল্পে তিন দশকেরও বেশি অবদান সহ একটি শীর্ষস্থানীয় পরামর্শদাতা, গবেষক এবং শিক্ষক । ওনার খ্যাতি তাঁর লেখা বই 'ম্যানেজিং প্রোডাক্টিভিটি ইন এপারেল ইন্ডাস্ট্রি'এবং যাতে সবারই জয় হয় এমন ভাবে সাপ্লাই চেইনকে অনুপ্রাণিত করে পারফরম্যান্স উন্নতি করার জন্য | তিনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র- জেনেভা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), ইবিআরডি, সিবিআই-নেদারল্যান্ডস, এশিয়ান উৎপাদনশীলতা সংস্থা-জাপান এবং বেশ কয়েকটি সরকারী সংস্থার পরামর্শদাতা।

তাঁর সংস্থা, রাজেশ ভেদা কনসাল্টিং আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড, পোশাক প্রস্তুতকারক, শিল্প সমিতি এবং উন্নয়ন সংস্থার বিশ্বস্ত অংশীদার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আরবিসি গঠনের আগে তিনি ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজিতে ফ্যাশন প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারপারসন ছিলেন।

ওনাকে Drbheda@rajeshbheda.com তে যোগাযোগ করা যেতে পারে|